[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ইংরেজ এলাকার চিহ্নিত চাঁদাবাজ। তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। একটি মামলায় আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করে। আদালতে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বলে ইংরেজকে গ্রেপ্তার করে মেহেরপুর আদালতৈ প্রেরণ করা হয়।

গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর রবিউল গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর ডা. রবিউল ইসলাম(৬০) কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহষ্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম রবিউল ইসলামকে তার বাস ভবন থেকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে নাশকতার অভিযোগে আনীত মামলার গ্রেপ্তারী পরওয়ানা রয়েছে।

তিনি গাংনীর বিশ্বাস পাড়ার মৃত আব্দুর রউফের ছেলে। গ্রেপ্তারকৃত রবিউল ইসলামকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, গত ১৩ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে গাংনীর ভাটপাড়া গ্রামের মসজিদে তার দলীয় লোকজনকে সংগঠিত করে নাশকতার পরিকল্পনা করছিলেন। এসময় পুলিশ অন্যান্য আটক করতে সক্ষম হলেও রবিউল ইসলাম পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে গাংনী থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়। যার নম্বর – ১১,তারিখঃ১৩-০২-২২ইং। ওই মামলায় বিজ্ঞ আদালতের গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বলে রবিউল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিপুসহ ৬ জন কারাগারে

মেহেরপুরে গাংনীতে অনলাইন জুয়ার সম্পৃক্ততায় কারাগারে পাঠানো হলো গাংনীর সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের পিএস জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি শাহিদুজ্জামান শিপুসহ ছয়জনকে।
তাদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় মামলা দিয়ে আদালাতে প্রেরণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এর আগে গাংনী থানার এসআই জগদিশ চন্দ্র বসু বাদী হয়ে সাহিদুজ্জামান শিপুসহ ৯ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নম্বর-২২, তারিখ-১৪/১২/২২ ইং। কারাগারে পাঠানো আরো ৫ আসামি হলেন- গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজের অফিস সহকারী রবিউল ইসলাম, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা জুবায়ের হোসেন উজ্জল, বিপুল হোসেন, চঞ্চল হোসেন ও জিয়াউর রহমান। বাকি ৩ আসামি পলাতক রয়েছেন। তারা হলেন- সাহারবাটির জামিরুল ইসলাম, এলাঙ্গীর জামিরুল ইসলাম, এবং কাজিপুরের তপন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, গতকাল বুধবার বিকালে তাদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দিয়ে আদালতে পাঠালে বিজ্ঞ বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান শিপু গ্রেফতারকৃত ও পলাতক আসামিদের সহায়তায় অনলাইন জুয়া ওয়ান এক্স বেট ও মেল বেটের সাব এজেন্ট হিসেবে করিতেছে এবং অনলাইন জুয়া ওয়ান এক্স বেট ও মেল বেট পরিচালিত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই-ট্রানজেকশন মোবাইল ব্যংকিং ব্যবসা বিকাশ/রকেট/নগদ/উপায়ের মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করছেন। এমন খবরের ভিত্তিতে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি সাইফুল আলমের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গাংনী বাজার সংলগ্ন উত্তরপাড়ায় শাহিদুজ্জামান শিপুর ব্যক্তিগত কার্যালয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এসময় শিপুর কাছে থেকে তিনটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। জব্দকৃত মোবাইল ফোনে দেখা যায় ২০২০ সালের ২৭ জুলাই তিনি অনলাইন জুয়ার

সাইট ওয়ান এক্স বেটের একাউন্ট ওপেন করেন এবং সেই থেকে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন করে আসছেন। জব্দকৃত মোবাইল এবং তার নিকট হতে ২লাখ ২৪ হাজার ৫শ টাকা উদ্ধার করা হয়। এছাড়া আসামি রবিউল, উজ্জল, বিপুল, চঞ্চল ও জিয়াউরের নিকট থেকে মোট ২৪টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। এবং প্রতিটি মোবাইল ফোনে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রমে জড়িত থাকার বিভিন্ন স্ক্রিণশট, লেনদের তথ্য পাওয়া যায়।

আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় বাদী জানায়, আসামি মূল সহযোগী লালু বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে বাংলাদেশী টাকা রাশিয়ান রুবলে পরিণত করে অবৈধভাবে টাকা পাচার করছেন।

এর আগে, মঙ্গলবার রাতে গাংনী শহরের উত্তরপাড়ায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান শিপুর ব্যক্তিগত কার্যালয়ে অভিযান পরিচালনা করে সাহিদুজ্জামান শিপু, রবিউল ইসলাম, জুবায়ের হোসেন উজ্জল, বিপুল হোসেন, চঞ্চল চৌধুরী, জিয়াউর রহমান আটক করে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, অবৈধ ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া পরিচালিত করে মেহেরপুরের প্রায় দুইশত এজেন্ট রাশিয়ায় কোটি কোটি টাকা পাচার করছেন। মেহেরপুর পুলিশ অনলাইন জুয়ার সেসব দূর্গে হানা দিয়ে এর আগে বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ২৭ জনকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনও অনলাইন জুয়া নিয়ে ধারাবাহিকভাবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানেও অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত আরো কয়েকজরে তথ্য পাওয়া গেছে। ধারাবাহিকভাবে সেগুলো প্রকাশ করা হবে।

গাংনীতে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

গাংনীতে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ আেলোাচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক। এসময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক সহ বিভিন্ন কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ইউপি চেয়ারম্যান বৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে অনলাইন জুয়ার সম্পৃক্ততায় ছাত্রলীগ নেতা শিপুসহ ৬জন আটক

অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত থাকায় গাংনীর সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের পিএস জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি শাহিদুজ্জামান শিপুসহ ছয়জনকে আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটা থেকে দীর্ঘ সময় গাংনী শহরে শিপুর ব্যক্তিগত কার্যালয়ে অভিযান চালায় মেহেরপুরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম। অভিযানে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক, ডিবির ওসি সাইফুল আলমসহ ডিবি পুলিশ ও পুলিশের একাধিক টিম অংশ নেয়।
অভিযান শেষে রাত ১১টার দিকে তাদেরকে মেহেরপুর ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আটকরা হচ্ছেন- সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহিদুজ্জামান শিপু, গাংনী সরকারি কলেজের অফিস সহকারী রবিউল ইসলাম, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা জুবায়ের হোসেন উজ্জল, গাংনী বাজার কমিটির সদস্য বিপুল হোসেন, মালসাহ গ্রামের চঞ্চল হোসেন ও জিয়াউর রহমান। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, গাংনী উত্তরপাড়া শাহিদুজ্জামান শিপুর ব্যক্তিগত কার্যালয়ে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। শিপুর মাধ্যমে অনেক মানুষ জুয়ার খেলার সাথে সম্পৃক্ত। এর মাধ্যমে টাকা পাচার হচ্ছে বিদেশে। এমন অভিযোগে ডিবি ও গাংনী থানা পুলিশের দুটি দল রাতে শিপুর ব্যক্তিগত কার্যালয়ে অভিযান চালায়। এসময় শিপুসহ কয়েকজন সেখানে প্রতিদিনের ন্যায় বসে ছিল। তাদের ব্যবহৃত ১৪টি মোবাইল ডিভাইস জব্দ করে প্রাথমিক পরীক্ষা করে। দীর্ঘ সময় ধরে মোবাইল

পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে রাত ১১টার দিকে তাদের ছয়জনকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে যায়।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন জানান, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিপুসহ ছয় জনকে অনলাইন জুয়ার সাথে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়ায় তাদের আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ডিজিটাল ডিভাইস হিসেবে ১৪টি মোবাইল ও সিম জব্দ করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ ও ডিভাইসগুলো প্রয়োজনীয় পরীক্ষা শেষে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে ঠিকাদার মিঠুর বিরুদ্ধে অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ সম্মেলন

গাংনী উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদকে গালিগালাজ ও সহকারি প্রকৌশলীকে লঞ্চিতের প্রতিবাদে ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠুর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছে গাংনী উপজেলা ঠিকাদার অ্যাসোসিয়েশন।

সোমবার দুপুরে ঠিকাদার মজিরুল ইসলামের অস্থায়ী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন সংগঠনটি। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঠিকাদার আনিসুর রহমান।

লিখিত বক্তব্যে ঠিকাদার আনিসুর রহমান বলেন,গত ১১/১২/২০২২ ইং তারিখে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের বাওট গ্রামের ভ’মি অফিস নির্মাণ কাজের বিভিন্ন ত্রুটি সংশোধন করতে বলায় মেসার্স মিঠু এন্টার প্রাইজের স্বত্বাধীকারি দেলোয়ার হোসেন মিঠু উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ ও উপসহকারী প্রকৌশলী শহিদুল ইসলামকে লাঞ্চিত করে দেলোয়ার হোসেন মিঠু। পরবর্তীতে দেলোয়ার হোসেন মিঠু প্রকৌশলীসহ অফিসের বিভিন্ন কর্মচারিদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলে সংসাদ সম্মেলন করে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করে। এতে গাংনীর সমস্ত ঠিকাদারেদর সুনাম নষ্ট করেছেন। আমরা তার তিব্র প্রতিবাদ জানায়। এছাড়াও এলজিইডি প্রকৌশলীকে আমরা

কোন টাকা পার্সেন্ট প্রদান করিনা। তিনি সুনামের সাথে গাংনীতে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

তিনি আরও জানান, ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠু আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের কাওকে না জানিয়ে সংগঠনের নিয়ম বহির্ভুত কাজ করেছে। তার কর্মকান্ডে আমরা সকল ঠিকাদারগন বিব্রত। দেলোয়ার হোসেন মিঠুর এই কর্মকান্ডের জন্য তার উপযুক্ত শাস্তি দাবী করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা। ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠুর কাজের অনিয়ম ও ত্রুটির বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শন করেন ঠিকাদার অ্যাসোসিয়েশন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঠিকাদার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মকলেচুর রহমান, ঠিকাদার রবিউল ইসলাম,ঠিকাদার মজিরুল ইসলাম, ঠিকাদার সোলায়মানসহ অনেকে।

গাংনীতে বিজয় দিবস উদযাপনে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করার লক্ষে আজ সোমবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা অডিটোরিয়ামে প্রস্তুতি সভার অয়োজন করে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগ।

এসভায় উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুলের সভাপতিত্বে প্রধান অথিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন। এসময় উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম মস্তফা, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুসহ আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

ওপর পড়বে। সেখানে একটি কাজ বারবার পরিদর্শনে যাওয়া জরুরী। ভবন নির্মান কাজ প্রায় শেষের দিকে। তবে কাজের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকায় ঠিাকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠুকে বারবার বলা হলে তিনি তা করেনি।

রবিবার সাড়ে ১১টার দিকে সহকারি প্রকৌশলী(সাব এসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার) শহিদুল ইসলামকে সাথে নিয়ে কাজ পরিদর্শনে যায়। সেখানে সহকারিকে মারধর করে এবং আমাকেও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ঠিকাদার মিঠু। এঘটনায় শহিদুল ইসলামকে বাদী করে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করি।

ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠু জানান, আমি প্রতিটি কাজের জন্য ৩% টাকা দিয়ে আসছি প্রকৌশলী ফয়সাল আহম্মেদকে। আমার বাওট গ্রামে নির্মাণাধীন কাজের জন্য দফায় দফায় তাকে ঘুষ দিতে হযেছে। আবারও তিনি কাজ পরিদর্শনের নামে আমাকে সহকারি প্রকৌশলী শহিদুল ইসলামের সাথে কথা বলতে বলেন। আমি শহিদুল ইসলামের সাথে কথা বল্লে তিনি ১০ হাজার টাকা ঘুষ দাবী করে বলেন স্যারকে ১০ হাজার টাকা দিন তাহলে বিল ভাইচারে স্বাক্ষর করবেন। তা না হলে আপনাকে বিভিন্ন অযুহাতে বিল পরিশোধ করতে ঝামেলায় পড়তে হবে। তিনি আরও বলেন আমার কাজ ৮ মাস আগে নির্মাণকাজ শেষ করে বসে আছি। অনেক দায় দেনা করে কাজ শেষ করেও অফিস টাকা দিচ্ছেনা। পাওয়া দারদের টাকাও পরিশোধ করতে পারছিনা। এই নিয়ে কথাকাটাকাটি হয়েছে । লাঞ্চিত করার মত কোন ঘটনা ঘটেনি।

গাংনী থানার অফিসার ইনজার্চ(ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, এমন একঠি ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা এলজিইউডি প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে ঠিকাদারের

সংবাদ সম্মেলন

গাংনী উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের বিরুদ্ধে ঘুষ বানিজ্যসহ নানা অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠু।

রোববার বিকেলে তার নিজ প্রতিষ্ঠান এইচ এম ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। সংবাদ সম্মেলনে এলজিইডি প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের বিরুদ্ধে হয়রানী ও উৎকোচ নেয়ার অভিযোগ করা হয়েছে।

লিখিত বক্তব্যে ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠু জানান, তিনি মটমুড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিসের একতলা ভবন নির্মাণ কাজ পান। প্রকৌশলী অফিসের নির্দেশ মতে গেল বছর ১০ অক্টোবর কাজটি শুরু করেন। ফয়সাল আহমেদ যোগদান করার পর থেকে এসও আলাউদ্দীন ও সার্ভেয়ার আকতার হোসেন বিভিন্ন সময়ে নানা কৌশলে টাকা হাতিয়ে নেন। প্রতিটি বিল বাবদ প্রকৌশলীকে ৩% আলাউদ্দীনকে ২% ও সার্ভেয়ারকে ১% ঘুষ দিতে হয়। এর পরও নানা অজুহাতে তিনবার নির্মাণ কাজ ভেঙ্গে ফেলতে হয়। পরে হারুন নামের একজন কনসালটেন্ট এসে বিভিন্ন ত্রুটি দেখিয়ে তা ঠিক করে নেন এবং প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ কনসালটেন্ট হারুনের নামে ২০ হাজার টাকা ঘুষ হিসেবে গ্রহন করেন। প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ কাজ পরিদর্শন করেন ও বৈদ্যুতিক লাইনের কাজ সঠিক ভাবে করিয়ে নেন।

দেলোয়ার হোসেন আরো জানান, আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে প্রকৌশলী ও শহিদুল ইসলাম নামের একজনকে নিয়ে কাজ পরিদর্শনে যান। সে সময় ভবনের গ্লাস লাগানো ও গেটের পাশে টাইল্স ভেঙ্গে একটি অ্যাঙ্গেল ঠিক করতে বলেন। কিন্ত কাজ শেষ হবার পর টাইল্স ভাঙ্গার বিষয়টি বিবেচনা করতে বললে প্রকৌশলী তার সাথে থাকা শহীদুল ইসলাম নামের ওই ব্যক্তির মাধ্যমে ১০ হাজার টাকা উৎকোচ দাবী করেন। অন্যথায় কাজটি হস্তান্তর ও বিল পেতে দেরী হবে বলেও জানানো হয়।

বিষয়টির প্রতিবাদ করায় প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ নানা ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছেন। এমনকি মামলাসহ নানা ধরনের হয়রানীর হুমকী প্রদান করেন। গাংনীতে যোগদান করার পর ঠিকাদারদের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা নিয়ে আসছেন প্রকৌশলী ফয়সাল আহম্দে। তার দুর্নীতি অনিয়ম ও অর্থবানিজ্যের বিষয়টি তদন্ত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহনসহ প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন

□□□□□